



65702 - যনি শেষে রাত্তে তাহাজ্জুদ আদায় করতে চান তনি কি ইমামরে সাথে বতিরিরে নামায় পড়বনে?

প্রশ্ন

আমি একজন মুসলমি নারী। আমি নিয়মতি তারাবী সালাত আদায় করি। আমি যদি সালাত আদায় করতে মসজদিতে না যাই বশেরিভাগ ক্ষতেরে আমার ছোট ভাই সওে মসজদিতে যায় না। মসজদিতে গেলে আমরা ইমামরে সাথে বতিরিরে সালাত আদায় করি। আমি শেষে রাত্তে উঠে তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় ও কুরআন তলিওয়াতরে অভ্যাস গড়ে তুলছি। তবে বতিরিরে সালাত আদায় করার পর তওে আর তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় করতে পারি না। এখন আমার ক্ষতেরে কোনটি বশেি ভাল? তারাবীর সালাত আদায় করতে মসজদিতে যাওয়া যাততে আমার ভাই মসজদিতে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে। নাকি বাসায় থকে শেষে রাত্তে তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় করা। এই দুইটির মধ্যতে কোনটিতে বশেি সওয়াব পাওয়া যাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আপনার মসজদিতে যাওয়া, তারাবী নামায়রে জামাততে উপস্থতি হওয়া, মুসলমি বনেনদরে সাথে দেখো-সাক্ষাত করা ইত্যাদি সবই ভাল আমল; আলহামদুললিলাহ। এবং আপনার ভাইকে ভাল কাজে সহায়তা করা এটা আরও একটি ভাল আমল। আপনার এই আমলগুলো পালন করা ও শেষে রাত্তে তাহাজ্জুদ নামায় আদায় করার মাঝে তওে কোন সংঘর্ষ নই। আপনার পক্ষে এ ফজলিতপূর্ণ কাজগুলোর মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব।

এ ক্ষতেরে দুটওে পদ্ধতিতে পারে:

প্রথমত : আপনি ইমামরে সাথে বতিরিরে নামায় আদায় করে ফলেবনে। তারপর দুই রাকাত রাকাত করে আপনার সুবধামত যত রাকাত সম্ভব তাহাজ্জুদ নামায় আদায় করে নবিনে। তবে বতিরিরে সালাত পুনরায় পড়বনে না। কারণ এক রাত্তে দুইবার বতিরি পড়া যায় না।

দ্বিতীয়ত : আপনি বতিরিরে নামায় শেষে রাত্তেরে জন্য রখেে দবিনে। অরুথাং ইমাম যখন বতিরিরে সালাত আদায় শেষে সালাম ফরিবনে তখন আপনি সালাম না ফরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবনে এবং অতিরিক্ত এক রাকাত যোগে করবনে যাততে শেষে রাত্তে আপনি বতিরি আদায় করতে পারনে।

শাইখ ইবনে বাযরাহমিহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ইমাম বতিরিরে সালাত আদায় শেষে করলে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে যায় এবং



অতিরিক্ত এক রাকাত যোগ করে যাতশেষে রাত্তে তিনি বতিরি পড়তে পারেন। এই আমলরে হুকুম কি? এতে কিতিনি “ইমামরে সাথে সালাত সম্পন্ন করছেন” ধরা যাবে?তিনি উত্তরে বলেন: “আমরা এতে কোন দোষ দেখিনি। আলমেগণএটা পরষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন।তিনি এটা করেন যনে বতিরি (বজেডে) নামাযটা শেষে রাত্তে আদায় করতে পারেন। তাঁর ক্ষত্রে এ কথা বলাও সত্য হবে যে, “ইমাম শেষে করা পর্যন্ত তিনি ইমামরে সাথে নামায আদায় করছেন”। কারণ ইমাম নামায শেষে করা পর্যন্ত তিনি তো ইমামরে সাথে ক্বিয়াম করছেন এবং এরপর তিনি এক রাকাত যোগ করছেনঅন্য একটি শরয়া কল্যাণরে কারণে। সটো হলো-বতিরি (বজেডে) নামাযটা যাত্তে শেষে রাত্তে আদায় করা যায়। তাই এতে কোন সমস্যা নাই। অতিরিক্ত এ রাকাতরেকারণে এ ব্যক্তি ‘যারা ইমামরে সাথে শেষে পর্যন্ত নামায পড়ছেন’ তাদরে দল থেকে বরে হয়ে যাবে না। বরং তিনি তো ইমামরে সাথে সম্পূর্ণ নামায আদায় করছেন। তবে ইমামরে সাথে নামায শেষে করনেরকিছুটা বলিম্বে শেষে করছেন।” সমাপ্ত

[মাজমু ফাতাওয়াইবনে বায (১১/৩১২)]

শাইখ ইবনে জবিরীনহাফজাহুল্লাহকে এই প্রশ্নরে মত একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন: “মুকতাদরি ক্ষত্রে উত্তম হল ইমামরে অনুসরণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তারাবী ও বতিরি নামাযশেষে করেন। যাত্তে করে তার ক্ষত্রে এই কথা সত্য হয় যে তিনি ইমামরে সাথে ইমাম শেষে করা পর্যন্ত সালাত আদায় করছেন এবং তারজন্য সারারাত্তে ক্বিয়াম করার সওয়াব লখো হয়; যমেনটি ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য “আলমেগণ হাদসি রেওয়াজে করছেন।”

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যদি তিনি তাঁর (ইমামরে) সাথে বতিরি নামায আদায় করেন তবে শেষে রাত্তে বতিরি নামায আদায় করার প্রয়োজন নাই। যদি তিনি শেষে রাত্তে উঠেন তবে তিনি তার জন্য যত রাকাত সম্ভব তা জোড় সংখ্যায় (অর্থাৎ দুই দুই রাকাত আত করে) আদায় করবেন। বতিরিরে পুনরাবৃত্তি করবেন না, কারণ এক রাত্তে দুইবার বতিরি হয় না।

আর কিছু আলমে ইমামরে সাথে বতিরিকজেডে বানিয়ে (অর্থাৎ এক রাকাত যোগ করে) পড়াকে উত্তম হিসেবে গণ্য করছেন। তা হল এভাবে যে ইমাম সালাম ফরানো শেষে তিনি অতিরিক্ত এক রাকাত সালাত আদায় করে তারপর সালাম ফরানেন এবং বতিরিরে নামায শেষরাত্তে তাহাজ্জুদের সাথে পড়ার জন্য রেখে দিবেন। এর দলীল হচ্ছে- নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(فَأِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوَاتَرًا لَهَا فَذَلِكُمْ)

“আপনাদের মধ্যে কেউ ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে আদায় করা সালাতরে সাথে এক রাকাত বতিরি পড়ে নবিনে।”

তিনি আরও বলছেন :

اجْعَلُوا الْآخِرَ صَلَاةً تَكْمِيْلًا لِلْيَلْوِيَّةِ



“আপনারা বতিরিরে (বজেডেডরে) মাধ্যমে আপনাদরে রাতরে সালাত সমাপ্ত করুন।”সমাপ্ত[ফাতাওয়া রমজান (পৃঃ ৮২৬)]

আল-লাজনা-দায়মি দ্বিতীয় ব্যাপারটিকে উত্তম বলে ফতোয়াদয়িছে।

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদদায়মি (ফতোয়া বমিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র) (৭/২০৭)]

আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তাওফিক ও দ্বীন অটলতার দোয়া করছি।আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।